সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৭

প্রায় ২২ বছরের পুরনো বয়ান

গানবাজনার ধ্বংসলীলা

Bangla

একটি আত্মিকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হবে ০৬
গানবাজনা অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে ১০
গান শ্রবণের অপকারিতা ১১
গান শোনায় অভ্যস্ত হলে বিরত থাকার উপায় কী? ১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

গানবাজনার ধ্বংসলীলা[১]

দোয়ায়ে আত্তার: ইয়া রব্বে মোস্তফা, যে কেউ **"গানবাজনার ধ্বংসলীলা"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সিনেমা নাটক দেখা এবং গান শুনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে তার মা-বাবা সহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صلّى الله عليه واٰله وسلّم

দুরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর ১০০ বার দুরূদে পাক পাঠ করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আসবে

---

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অডিও বয়ানকে লিখিত আকারে "ফয়যানে বয়ানাতে আত্তারীয়া" নামে আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ (ইসলামীক রিচার্স সেন্টার)'র বিভাগ "আমীরে-আহলে-সুন্নাতের বয়ান" এর পক্ষ থেকে সংযোজন, বিয়োজনের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! সেই বয়ানসমূহের মধ্য থেকে এখন " সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যায়ন বিভাগ একটি বয়ান **"গান বাজনার ধ্বংসলীলা"** কে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে।

www.dawateislami.net

তখন তার সাথে এমন একটি নূর থাকবে যে, যদি তা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করা হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে। (অর্থাৎ, সকলের জন্য যথেষ্ট হবে) **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪৮, হাদীস নং: ১১৩৪১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গান এবং মদের পরিণতি

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী তার গ্রন্থ "যাম্মুল হাওয়া"-এ উদ্ধৃত করেছেন, "এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো, আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার বাড়ির নিকটেই একটি কবরস্থান অবস্থিত। সেই কবরস্থানের প্রত্যেক মুর্দা স্ব স্ব কবর থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। এমনকি সমস্ত কবরবাসী এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেছে। তারপর তারা রোনাজারি করতে লাগলো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করতে লাগলো: হে আল্লাহ! অমুক মহিলা যে সকালে মারা গেছে তাকে যেন আমাদের কবরস্থানে দাফন করা না হয়। হে আল্লাহ! এ আমলহীন মহিলার অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করুন। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি বলেন যে, আমি তাদের কান্না শুনে একজন মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনারা কেন এই দোয়া করছেন?

তখন সে বললো, আজ যে মহিলার মৃত্যু হয়েছে সে একজন জাহান্নামী। তাই তাকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করা হলে তার শাস্তি দেখে আমরা কষ্ট পাব। এজন্যই আমরা বিলাপ করছি এবং আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে দোয়া করছি, যেন ওই মহিলাকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করা না হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা বলেন যে, এটি শোনার সাথে সাথে আমার চোখ খুলে গেলো এবং আমার মাঝে এই কৌতুহল তৈরী হলো যে, দেখি

www.dawateislami.net

কী ঘটে? সুতরাং আমি কবরস্থানের দিকে চলে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম গোরখোদকরা একটি কবর খুঁড়ে ফেলেছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কার জন্য এ কবর খুঁড়ছো? তারা বললো, এক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী মারা গিয়েছে। আমরা তার জন্যই এই কবর প্রস্তুত করেছি। আমি গোরখোদকদের রাতের স্বপ্নের কথা বললাম। তখন তারা কবরটি বন্ধ করে দিল। এর কিছুক্ষণ পরই কিছু লোক এসে গোরখোদকদের জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কবর কি প্রস্তুত হয়েছে? গোরখোদকরা জবাব দিলো, এখানে কবর হবে না। গোরখোদকদের উত্তর শুনে তারা অন্য ক্যাম্পে চলে গেল। কিন্তু স্বপ্নের খবরটি সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল। যার ফলে অন্য ক্যাম্পের গোরখোদকরাও কবর খনন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এবার তারা অন্য কবরস্থানে চলে গেল এবং সেখানে তারা কবর তৈরী করালো। দ্বিতীয় কবরস্থানে কবর খোঁড়ার পর জানাজা আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এরই মধ্যে শোরগোল উঠল যে, জানাজা আসছে। সুতরাং আমিও সেই মহিলার জানাজা বহনকারী লোকদের সাথে যোগ দিলাম, জানাযার সাথে অনেক মানুষের ভীড় ছিল, আমি জানাজার পিছনে একজন সুদর্শন যুবককে দেখতে পেলাম তখন লোকদের তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঐ যুবকটি কে? আমাকে বলা হলো, এ যুবক হচ্ছে মৃত অর্থাৎ মরহুমার ছেলে, এই যুবকের পিতাও তার সাথে ছিলো এবং লোকেরা পিতা-পুত্র উভয়কে সমবেদনা জানাচ্ছিল। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি বলেন যে, যখন এই মহিলার দাফনকাজ সম্পন্ন হলো, তখন আমি এই দুই পিতা-পুত্রের কাছে গিয়ে বললাম, আমি রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, যদি অনুমতি দেন তাহলে কি বর্ণনা করতে পারি? মহিলার স্বামী উত্তর দিল, আমার স্বপ্ন শোনার কোন প্রয়োজন নেই আর এভাবে সে আমাকে এড়িয়ে গেল। কিন্তু তার যুবক ছেলে বললো, আপনি আমাকে স্বপ্ন শোনান। তখন

www.dawateislami.net

আমি যুবককে ভিড় থেকে একপাশে নিয়ে গিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বলি। তখন আমি এই যুবককে বললাম, দেখো! কবরবাসী আল্লাহ পাকের নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করলো যে, তোমার মাকে যেন তাদের কবরস্থানে দাফন করা না হয়। তাই তোমার মায়ের আমল সম্পর্কে আমাকে বল। যুবকটি তখন উত্তরে বললো, আমার মা মদ পান করতেন, গান শুনতেন এবং অন্য নারীদের অপবাদ দিতেন। আমি আমার মায়ের সম্পর্কে এটুকুই জানি। আপনি আরো জানতে চাইলে আমাদের বাড়িতে ৯৯ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা পরিচারিকা আছেন। তিনি ছিলেন আমার মায়ের দায়া (খাদেম)। আপনি আমার সাথে এসে তার নিকট জিজ্ঞেস করুন। হয়তো আমার মায়ের আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিটি বলেন, আমি এই যুবকের সাথে তার বাড়িতে পৌঁছলাম। আমি বৃদ্ধাকে স্বপ্নের পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করলাম এবং মৃতব্যক্তির পুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বলে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তার সম্পর্কে আরো কী তথ্য দিতে পারবেন? বৃদ্ধা মহিলাটি কেঁদে কেঁদে আমায় বললেন, আল্লাহ পাক মরহুমাকে ক্ষমা করুক। সেই বেচারি মহিলাটি খুব গুনাহগার ছিল। তারপর বৃদ্ধা মহিলা আমাকে মৃত মহিলার কৃত আরো গুনাহের কথা বললেন। **(যাম্মুল হাওয়া, পৃষ্ঠা: ৩০৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই মর্মান্তিক ঘটনাটিতে রয়েছে আমাদের জন্য মহা শিক্ষা। আমাদেরকেও নিজের মৃত্যুর প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত এবং আমাদের গুনাহের হিসাব নেওয়া উচিত। দেখুন! ঐ মৃত মহিলার তিনটি গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; মদ পান করা, গান শোনা এবং অপবাদ দেওয়া। দূর্ভাগ্যবশত, মদ্যপান মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক হয়ে উঠেছে, নারী-পুরুষ মদ পান করছে। বিশেষ করে, সমাজের

www.dawateislami.net

উঁচু শ্রেণির মানুষের মাঝে আল্লাহর পানাহ! মদ পান ও গান বাজনা শোনার মতো গুনাহের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। মনে রাখবেন, মদ হচ্ছে ام الخبائث তথা সকল মন্দকাজের জননী বা মূল। **(সহীহ ইবনে হাব্বান, ৭/৩৬৭, হাদীস নং: ৫৩২৪)**। কেননা এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বহু গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা থেকে এ বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হলো যে, কবরস্থানের সাধারণ মৃতরা যেখানে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানতে পারলেন যে, একজন মহিলা মারা গেছে, তার লাশ দাফনের জন্য আনা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে। সেখানে আউলিয়ায়ে কেরাম رضوان الله عليهم আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام বিশেষ করে সরকারে দো'আলম, সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন আল্লাহ পাকের দানক্রমে গায়েবের খবর জানবেন না! যখন আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিরাজের রজনীতে স্বচক্ষে, জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দিদার লাভ করেছেন যা غيب الغيب অর্থাৎ, অদৃশ্যেরও অদৃশ্য তখন অন্যান্য অদৃশ্য বস্তু কি করে তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট গোপন থাকতে পারে! ইমামুল ইশক্ব ও মুহব্বত, আক্বা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সরকারে দো-জাহান, তাজেদারে মদিনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে বারগাহে রেসালতে বলেন,

"অওর কোয়ি গায়েব কিয়া তুম সে নিহা হো ভালা,
জব না খোদা হি চুপা তুম পে করোড়ো দুরূদ"

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৬৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ঐ মহিলার একটি অপরাধ এটি ছিলো যে, সে গান-বাজনা শোনতো। আজকাল গানবাজনা এতই ব্যাপক হয়ে গেছে যে, প্রায় প্রতিটি ঘরই যেন মিউজিক সেন্টারে পরিণত হয়েছে। কোনো ঘর এমন পাওয়া যাবে না যার দেয়ালে গানের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না।

www.dawateislami.net

এখন তো মুসলমানদের ঘরে ইন্টারনেটও প্রবেশ করেছে, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর খারাপ সিনেমা দেখা যায় আর অবস্থা এমন যে, ছেলে যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে নোংরা সিনেমা দেখে, তবে বাবা-মাও জানতে পারে না। এভাবে ইন্টারনেট খুবই ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। যদিও ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিকও রয়েছে; যেমন: দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শোনা ও দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে গুনাহ উপার্জন করে। اَلحمدُلِلّٰه, আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিক থেকে উপকারিতা অর্জন করে যাচ্ছে।

গানবাজনার ধ্বংসলীলা

গানবাজনার ধ্বংসলীলা অনেক বেশি। কোরআন ও হাদীসে এর নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সুতরাং ২১ পারা সূরা লোকমানের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِیْ لَهْوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۖ وَّیَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ۝۶

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কিছু লোক খেলাধুলার কথাবার্তা ক্রয় করে, যেন আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয় না বুঝে এবং সেটাকে ঠাট্টা বিদ্রুপরূপে গ্রহণ করে নেয় তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

উক্ত আয়াতের টীকায় তাফসীরে "সিরাতুল জিনান"-এ রয়েছে: এ আয়াতটি নদ্বর বিন হারেছ বিন কালাদাহ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে ব্যবসার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে সফর করতো। সে অনারবী লোকদের কাহিনী সম্বলিত বই কিনেছিলো এবং সেসব কাহিনী কুরাইশদের শুনিয়ে

www.dawateislami.net

বলতো যে, মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির গল্প শোনান, আর আমি তোমাদেরকে রুস্তম, আসফান্দিয়ার ও ইরান সম্রাটের গল্প শোনাই। কিছু লোক সেসব কাহিনীতে মগ্ন হয়ে পবিত্র কোরআন শোনা বন্ধ করে দেয় তখন তাদের জন্য এই আয়াতটি নাযিল হয় এবং বলা হয়েছে: কিছু লোক খেলতামাশার গল্প কেনে যাতে মানুষ অজ্ঞতার কারণে ইসলামে প্রবেশ করতে না পারে এবং পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে না পারে এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা করে। এমন লোকদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। لهو মানে খেলতামাশা এমন সব বাতিলকে বোঝায় যা একজন মানুষকে নেক কাজ ও কাজের কথা থেকে গাফেল করে দেয়। এতে নিরর্থক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও উপকথা, জাদু, অবৈধ কৌতুক এবং গান বাজনা ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত। এ জাতীয় খেল তামাশার সরঞ্জামাদি বিক্রি করা নিষিদ্ধ, আর ক্রয় করাও নাজায়েয। কেননা এই আয়াতটি কেবল ঐ ক্রেতাদের মন্দতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে।

একইভাবে অবৈধ উপন্যাস, নোংরা ম্যাগাজিন, সিনেমার টিকেট, তামাশা ইত্যাদির কারণে সবই ক্রয়-বিক্রয় সবই নিষিদ্ধ কারণ এগুলো সবই 'লাহুওয়াল হাদীস' বা সেগুলোর উৎস। উক্ত আয়াতে "লাহুওয়াল হাদীস" সম্পর্কে প্রবীণ মুফাসসিদের একটি মত হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গান বাজনা এবং উক্ত আয়াতটিকে উলামায়ে কেরাম গান বাজনা নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান (৭/৪৭৪)**

www.dawateislami.net

আমাকে বাদ্যযন্ত্র ও তদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

সরকারে মদীনা, সর্দারে মক্কায়ে মুকাররমা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আমাকে সমস্ত বিশ্বজগতের জন্য রহমত ও হেদায়েত বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমাকে মুখ ও হাত দ্বারা বাজানো বাদ্যযন্ত্র ও তদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি ধ্বংস করা হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সেই মূর্তিগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেগুলোকে জাহেলিয়াতের যুগে পূজা করা হতো। আমার রব তাঁর ইজ্জতের শপথ করে বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক চুমুক মদ পান করবে, আমি তার পরিবর্তে তাকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করাবো চাই সে শাস্তিপ্রাপ্ত হোক বা ক্ষমাপ্রাপ্ত হোক আর যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে মদের চুমুক পান করাবে, সেই ব্যাক্তিকেও ফুটন্ত পানি পান করাবো। গায়ক মহিলাদের বেচাকেনা এবং গানের শিক্ষা দেয়া এবং ব্যবসা ও তার মূল্যও হারাম।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/২৮৬, হাদীস নং: ২২২৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, একটু ভেবে দেখন আমরা যে প্রিয় আক্বা করীম, মক্কী-মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি মহব্বতের দাবী করি, আল্লাহ পাক তাঁকে বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ ঢোল, তবলা, বাঁশি, সারং ইত্যাদি, ধ্বংসের হুকুম দিয়েছেন অথচ আজকাল এই অশুভ যন্ত্রকে অনেক মুসলিম নর-নারী অন্তরের খোরাক বানিয়ে বসে আছে। হায়! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাদ্যযন্ত্রকে ধ্বংস করতে চান অথচ, তাঁর প্রতি মহব্বতের দাবীকারীরা অলিগলিতে মিউজিক সেন্টার খুলে বসে আছে। না, না, কেবল অলিগলি নয় এখন তো মুসলমানের অধিকাংশ ঘর মিউজিক সেন্টারে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও এই হাদীসে পাকে মদ্যপায়ীদের জন্য রয়েছে

www.dawateislami.net

মহা শিক্ষা যে, তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে যা এতই বিপজ্জনক হবে যে, যখনই পাত্র মুখের কাছে আসবে তখনই তাপের কারণে তাদের মুখের চামড়া গলে পাত্রে খসে পড়বে। তারপর যখন এই পানি পেটে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন তা ভিতরের সবকিছু ধ্বংস করে দিবে এমনকি অন্ত্রগুলিকে টুকরো টুকরো করে সেগুলোকে পিছনের রাস্তা দিয়ে প্রবাহিত করে দিবে। **(তিরমিযী, ৪/২৬২, হাদীস নং: ২৫৯২)**

কর্ লে তওবা রব কি রহমত হ্যায় বড়ি
কবর মে ওয়ারনাহ্ সাজা হোগি কাড়ি

আমার উম্মতের একটি জাতিকে বানর ও শুকরে রুপান্তরিত করা হবে!

সর্দারে আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র বাণী হচ্ছে: শেষ যুগে আমার উম্মতের একটি জাতিকে বিকৃত করে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যদিও তারা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, যদিও তারা নামায, রোজা ও হজ করে। (অর্থাৎ তারা মুসলমান হোক না কেন, তো হে নামাযীরা! তোমরাও শোন! হে রোজাদারগণ! তোমরাও শোন! হে হাজীগণ! তোমরাও শোন! যদি তোমরা গানবাজনা শোন, তাহলে তোমাদের কী শাস্তি দেয়া হবে! সুতরাং বারগাহে রেসালতে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তারা অপরাধ কী? ইরশাদ করেন, তারা মহিলাদের গান শুনবে, ঢোল বাজাবে, মদ্যপান করবে, এবং এ খেল-তামাশায় সময় কাটিয়ে দিবে। এবং সকালে তাদেরকে বানর ও শোকরে রুপান্তরিত করা হবে। **(উমদাতুল কারী, ১৪/৫৯৩)**

www.dawateislami.net

একইভাবে অন্য একটি হাদীসে পাকে এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়ার, পাথর বর্ষণ ও (আকৃতি) বিকৃত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে। একজন মুসলমান আরজ করলো, এটা কখন ঘটবে? তিঁনি বলেন, যখন গায়ক মহিলারা ও বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ হবে এবং মদ্যপান করা হবে। **(তিরমিযী, ৪/৯০, হাদীস নং: ২২১৯)**

গানবাজনা অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে

প্রিয় আক্বা, মক্কী-মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ অর্থাৎ, গানবাজনা অন্তরে এমনভাবে কপটতা জন্ম দেয়, যেমনিভাবে পানি ফসল উৎপাদন করে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৭৯, হাদীস নং: ৫১০০)

কেয়ামত দিবসে কানে গলিত শিশা ঢালা হবে

প্রিয় আক্বা, মক্কী-মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, مَنْ قَعَدَ اِلٰى قَيْنَةٍ يَسْتَمِعُ مِنْهَا صَبَّ اللهُ فِيْ اُذُنَيْهِ الْاٰنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গান শোনার জন্য কোনো গায়িকের পাশে বসে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেওয়া হবে। **(ইবনে আসাকির, ৫১/২৬৩)**

গান শ্রবণ করা কেমন?

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান গাওয়া ও গান শোনা উভয়টি হারাম। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়্যাহ, ৮/১০৭)** একইভাবে, গান বাজানো, বরং আগ্রহের সাথে গানের আওয়াজ শুনা এমনভাবে অন্তরে কপটতা জন্ম দেয় যেভাবে প্রবাহিত পানি ঘাসকে জন্ম দেয়। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৪২৮)**

www.dawateislami.net

গান শ্রবণের অপকারিতা

১. গান শুনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অসন্তুষ্টি মূলক কাজ। ২. গান শোনার ফলে রুহ দূর্বল হয়ে পড়ে। ৩. গান শোনার ফলে অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। ৪. গান শোনা একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার পথে অন্তরায়। ৫. গান শুনলে অন্তরে মন্দ উত্তেজনা ও মন্দ চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হয়। ৬. গান শুনলে মানুষের মন বিচ্যুত হয় এবং সে ভুল পথে চলে যায়। ৭. গান শুনলে মানুষ অবৈধ প্রেমের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ৮. গান শোনার ফলে হতাশা বেড়ে যায় এবং মানুষ নিরাশ হয়ে পড়ে। ৯. গান শোনার ফলে মানুষের স্বভাবে আবেগি ও উত্তেজনা মূলক অবস্থা তৈরি হয়, যা কখনও কখনও আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়। ১০. গান শ্রবণকারীর কানের পর্দাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেওয়া হবে। ১১. আজকালকার গানে এমন কুফরি বাক্য থাকে যার বললে একজন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

হায়! বর্তমান আমাদের সমাজে গানবাজনা প্রচলিত হয়ে গেছে

হায়, বর্তমানে আমাদের সমাজে গানবাজনা প্রচলিত হয়ে গেছে আর সব কিছুতেই মিউজিকের সূর শোনা যাচ্ছে, আপনি বাস, ওয়াগন, বিমান, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি প্রায় সবখানেই মিউজিকের আওয়াজ শুনতে পাবেন। এমনকি আপনি যদি রেডিও বা টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে চান, তাহলে তেলাওয়াতের সময় শুরুর পূর্বে

www.dawateislami.net

মিউজিকের শব্দ ধ্বনিত হয়। একইভাবে, মোবাইল ফোনেও গানের শব্দ রয়েছে এবং এটি এতটাই নরমাল হয়ে উঠেছে যে, কখনও কখনও প্রকাশ্য ধর্মপ্রাণ লোকেরাও তাদের মোবাইল ফোনে মিউজিক্যাল টোন সেট করে রাখে। মনে রাখবেন, নরমাল ঘণ্টা বাজানো কিন্তু মিউজিকের হুকুমে পড়বে না।

গানবাজনা থেকে বেঁচে থাকার উপায়

এমতাবস্থায় মিউজিক থেকে বাচাঁর উপায় হলো আপনি যেখানেই মিউজিক পাবেন তা পরিবর্তন করে ফেলুন। যেমন, ঘড়িতে পেলে ঘড়ির টোন পরিবর্তন করুন, গাড়ি বা মোবাইল ফোনে পেলে তা পরিবর্তন করুন। যদি পরিবর্তন করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে টোনটাই বন্ধ করুন এভাবে যেখানে মিউজিক থেকে বাঁচা সম্ভব সেখানে মিউজিক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান শোনা গুনাহের কাজ বরং যদি কোথাও থেকে আওয়াজ আসে, তবে সেখান থেকে সরে যাওয়া অথবা না শোনার আপ্রাণ চেষ্টা করার আবশ্যক। এক্ষেত্রে আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, "হেলেদুলে নাচা, ঠাট্টা করা, হাততালি দেওয়া, সেতারা বাজানো, বরবত, সারঙ্গী, রবাব, বাঁশি, লয়, করতাল, বিউগল ইত্যাদি বাজানো মাকরূহে তাহরিমী (অর্থাৎ প্রায় হারামের নিকটবর্তী)। কেননা, এ সবকিছুই কাফেরদের নিদর্শন। বাঁশি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শোনাও হারাম। যদি সে হঠাৎ শুনতে পায়, তবে সে অক্ষম। এবং তার উপর ওয়াজিব হবে যে, না শোনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৫১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, গানের আওয়াজ কানে আসার সাথে সাথে সম্ভব হলে তখনি কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সেখান থেকে সরে যান। কানে আঙুল দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলে বা বসে থাকলে বা একটু দূরে সরে গেলে গানের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন না। কানে আঙ্গুল না দিলেও যেকোনো ভাবে গানের শব্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা আবশ্যক।

হায়! এখন বিমান, বাড়ি-ঘর, দোকান, হোটেল, মোড়ে, রাস্তা-ঘাটে, অলিগলিতে যেখানেই যান না কেন গানের আওয়াজ শোনা যায়। যে হোটেলে গান, ফিল্ম ও নাটক চলছে সেখানে খাওয়া, চা পান করা ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। মানুষ কিছু জায়গায় গানবাজনা থেকে বাঁচতে পারে না উদাহরণস্বরূপ, বিমানে আরোহী ব্যক্তি গান শোনা থেকে বাচতে পারতে পারবে না। কেননা, বিমানে গান বন্ধ করা তার সাধ্যের বাইরে। একইভাবে, কখনো কখনো বন্ধ করতে বলার পরও বাস ড্রাইভার বিষয়টি মানতে চায় না। এবং সে গান বাজিয়ে থাকে।

বোঝাও কারণ বোঝানো মুসলমানের উপকারে আসে

মনে রাখবেন! বাস চালকদের ভালোভাবে বোঝানো হলে তারা গান বাজানো বন্ধ করে দেয়। তাই চালকদের মহব্বতের সাথে বুঝিয়ে বলুন। গানের পরিবর্তে সুন্নতে ভরা বয়ান শোনার জন্য উৎসাহিত করুন তাদের এভাবে বোঝান যে, আপনি যদি গানের পরিবর্তে সুন্নতে ভরা বয়ান শুনেন, তাহলে গাড়িতে থাকা যত মুসল্লি ঐ বয়ান শুনবে, তাদের সাওয়াব আপনিও পাবেন ان شاء الله সুতরাং, এভাবে বুঝিয়ে বললে আশা করি উপকার হবে ان شاء الله। দেখুন, পবিত্র কোরআনেও আমাদেরকে সঠিকভাবে

www.dawateislami.net

বোঝানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ২৭ পারা সূরা যারিয়াতের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং বোঝান, যেহেতু বোঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

একইভাবে, বাড়িতে যাকে মান্য করা হয়, তিনি গৃহবাসীদের বোঝাবে যে, দেখো গানবাজনা শোনার ফলে হয়তো তুমি সাময়িক শান্তি পেতে পারো। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে গুনাহ জড়িয়ে আছে, তাই আমি এ সাময়িক আনন্দ থেকে পানাহ চাই যে, এ সাময়িক আনন্দ যেন আমাকে এবং তোমাদের সবাইকে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ না করে। তাই গানবাজনা বন্ধ করার মাঝেই নিরাপদ। কেউ যদি নিজে বোঝানোর ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ মোবাইলের মাধ্যমে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবাসাইট www.dawateislami.net থেকে দুটি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনিয়ে দিন। বয়ান দুটি হচ্ছে "গানবাজনার ধ্বংসলীলা" ও "টিভির ধ্বংসলীলা"ডাউনলোড করে নিজ পরিবারের লোকদেরকে শুনিয়ে দিন অথবা www.ilyasqadri.com থেকে শাইখে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাতের دامت برکاتہم العالیہ মাদানী মুযাকারা দেখান আর যদি এটি সম্ভবপর না হয়, তাহলে ঐ দুটি বয়ানকে পুস্তিকা আকারে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে গৃহবাসীদের শুনিয়ে দিন। ان شاء الله বাড়িতে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং পরিবারের সদস্যরা গানবাজনার ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পাবে। মনে রাখবেন, নাটক-সিনেমা দেখা এবং গান শোনা হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। হায়! এখন সিনেমার গীতিকাররা এতটাই লাগামহীন হয়ে পড়েছে যে, তারা আল্লাহ পাকের ব্যাপারেও আপত্তি করা শুরু

www.dawateislami.net

করেছে। যারা হোটেল ও দোকানে গান বাজায়, বাস ও কারে সিনেমার সংগীত চালায়, যারা বিয়েতে রেকর্ডিং বাজিয়ে বিছানায় শায়িত প্রতিবেশী রোগী এবং নেক সহচরদের দীর্ঘশ্বাস অর্জনকারী এবং যারা চিন্তাহীন গান গুনগুনায় তাদের জন্য ভাবার বিষয় রয়েছে। একটু ভেবে দেখুন সিনেমার গানে শয়তান কী বিষ মিশিয়ে দিয়েছে! আর মানুষকে চিরকাল জাহান্নামী বানানোর জন্য কতই না ছলচাতুরী ও ছলনাময় যন্ত্র ও কণ্ঠের জাদুর জাল বিছিয়ে রেখেছে! **(গানবাজনার ৩৫ টি কুফরি পংক্তি, পৃষ্ঠা: ১১-১২)**

ইমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি চরম কুফরী মূলক একটি পংক্তিও যে আগ্রহচিত্তে পাঠ করে বা শোনে বা গায়, সে কুফরীতে নিপতিত হলো এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ, পূর্বের সকল নামায, রোযা, হজ ইত্যাদি নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। বিবাহিত হলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আর যদি কারো মুরিদ হয়ে থাকে, তাহলে তার বায়আতও শেষ হয়ে যায়। ঐ কুফরি পংক্তি থেকে অনতিবিলম্বে তাওবা করে কালেমা পড়ে নতুন মুসলিম হওয়া তার উপর ফরয। আর যদি সে মুরিদ হতে চায়, তাহলে নতুনভাবে একজন হক্কানি পীরের নিকট বায়আত গ্রহণ করতে হবে। যদি সে তার পূর্বের স্ত্রীকে রাখতে চায়, তবে তাকে নতুনভাবে মোহর দিয়ে পুনরায় বিয়ে করতে হবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, আমি আগ্রহচিত্তে এই ধরনের গান গেয়েছি, শুনেছি এবং পড়েছি অথবা সিনেমার গান শোনার ও গুনগুন করার অভ্যাস রয়েছে, সে ব্যক্তিও যেন সতর্কতা মূলক তাওবা করে পুনরায় নতুন করে মুসলমান হয়,

www.dawateislami.net

বায়আত ও বিয়ের নবায়নও করে নেয়। আর এতেই উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত। **(কুফরী কালাম সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, পৃষ্ঠা: ৫২৪)**

বি.দ্র. কুফরী গানবাজনা এবং তা থেকে তাওবা করা সংক্রান্ত বিষয় জানতে শাইখে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ কর্তৃক রচিত পুস্তিকা "গানবাজনার ৩৫টি কুফরী পংক্তি" পড়ুন।

ইমান পে রব্বে রহমত, দে দে তু ইস্তেকামাত
দেতা হো ওয়াসেতা মে তুঝকো তেরি নবি কা

(ওয়াসায়িলে বখশিষ, পৃষ্ঠা: ১৭৮)

আমাদের মৃত্যু জানি না কেমন হবে

এক দীর্ঘ হাদীসে পাকে সরকারে মদীনা মোনাওয়ারা, সর্দারে মক্কা মুকাররামাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুমিন হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, ইমানের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং ইমানদার হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের হয়ে জন্মাবে, কুফরীর সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং কাফের হয়েই মৃত্যুবরণ করবে আর কেউ কেউ মুমিন হয়ে জন্মাবে এবং ইমানের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে, কিন্তু কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, কেউ কেউ কাফের হয়ে জন্মাবে এবং কুফরীর সাথে জীবন অতিবাহিত করবে, কিন্তু মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। **(তিরমিযী, ৪/৮১, হাদীস নং: ২১৯৮)**

কবরের জীবনে মুমিন থাকা ব্যক্তিই ঈর্ষণীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ঈমানদার হওয়া অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই সৌভাগ্যের বিষয় তখনই প্রকৃত

www.dawateislami.net

সৌভাগ্য হবে যখন মৃত্যুর সময় ঈমান অটুট থাকবে। খোদার কসম, ঈর্ষণীয় সে যে কবরেও মুমিন থাকবে। জী হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমান নিরাপদ নিয়ে যেতে সফল হয় সেই প্রকৃত অর্থে সফল এবং যে জান্নাত লাভ করে সেই প্রকৃত সফল। সুতরাং ৪ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ।

মেরা নাযুক বদন জাহান্নাম সে
আয তুফাইলে রযা বাছা ইয়া রব
কর দে জান্নাত মে তু জাওয়ার উন কা
আপনে আত্তার কো আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিষ, পৃষ্ঠাঃ ৮০-৮১)

ইসলামী ভাইদের উচিত দাওয়তে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়া এবং আগ্রহচিত্তে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় শরিক হওয়া। অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদেরও উচিত সাপ্তাহিক ইজতেমায় শরিক হওয়া, সাথে সাথে ঘরের অন্যান্য ইসলামী বোনদেরও (মা, ভাবী, বোন) ইজতেমায় শরিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। ان شاء الله গানবাজনার পাশাপাশি অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকার মনমানসিকতা তৈরি হবে এবং অসংখ্য বরকত হাসিল হবে।

www.dawateislami.net

গান শোনায় অভ্যস্ত হলে বিরত থাকার উপায় কী?

১. সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম, যেমন: ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার, হুয়াটস আপ ইত্যাদি অ্যাপের অ্যাকাউন্ট ও মেমোরি কার্ড থেকে সমস্ত প্রকার গান ডিলেট করে দিন। ২. গানের পরিবর্তে কোরআন তেলাওয়াত, নাতে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদি শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে দ্বীন ও দুনিয়ার ফায়েদা হাসিল হবে। ৩. যথাসাধ্য আল্লাহর যিকির করুন, ইজতেমায়ে যিকির ও নাতের মাহফিলে অংশগ্রহণ করুন, এতে অন্তরের ময়লা দূর হবে এবং রুহানিয়্যত নসিব হবে। ৪. প্রতিদিন কমপক্ষে ৩১৩ বার দুরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জিত হবে। ৫. যারা গান শুনতে পছন্দ করে সেসব বন্ধুদের সঙ্গ অবিলম্বে দূর করুন এবং যিকির ও নাত পছন্দকারী আশেকানে রাসূলদের সাহচর্য গ্রহণ করুন। ৬. এটা মনে রাখবেন যে, আজ কানে সামান্যতম ব্যাথার কারণে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কাল কেয়ামতের দিন গান শোনার কারণে যদি কানে শিশা ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে অবস্থা কীরূপ হবে! ৭. গান শোনার শারীরিক ক্ষতির কথাও মাথায় রাখুন যে, গান শোনা মূলত নিজের স্বাস্থ্যের সাথে শত্রুতামি করা। ৮. আপনার ঈমান নিয়ে চিন্তা করুন কারণ, আল্লাহ না করুক গান শোনে আপনার ঈমান নষ্ট হলে দ্বীন ও দুনিয়ার অপমান আমাদের নিয়তি হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

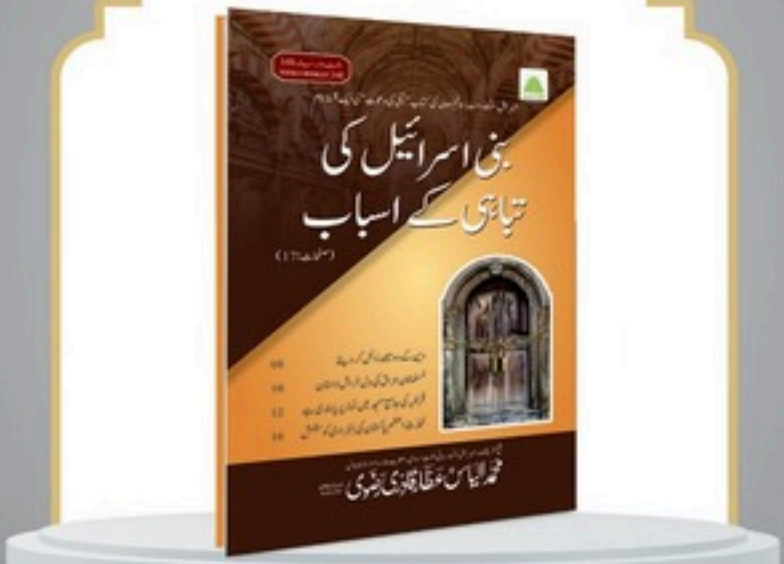

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net